মুসলিম মস্তিষ্ক

বিজ্ঞানের অনবদ্য গল্প

আরমান ফিরমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

লাইব্রেরি ১৩
কেমিস্ট্রির বাপ ২১
বিদায় ঘণ্টা ২৯
অনুবাদের সুনামি ৩৬
সফল উড়ন্ত পাখিমানব ৪৭
বানু মুসা—থ্রিলিং থ্রি ৫২
বন্দি বিজ্ঞানী ৬১
জাগ্রতের জীবিত সন্তান ৬৫
The Physicist: ইতিহাসের প্রথম বিজ্ঞানী ৭৫
মেকানিক্যাল মাইন্ড : মধ্যযুগে রোবটিক্স ৮৩
সার্জারির স্যার ৯০
দার্শনিক ব্যক্তিত্ব ৯৬
গাণিতিক মুসলিম ১০৯
মুসলিম বিজ্ঞানীদের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল ১১৭
বিজ্ঞানে আলিমগণ ১২৯
বিবর্তনবাদ ও মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ১৪২
নারী ১৫২
সেটা জিবারিশ... .... ১৬২
বিজ্ঞানের ইতিহাস ১৭০
ইবনুন নাফিসের কৃতিত্ব ১৭৮
সূর্যোদয় ১৮৭
Glossary ১৯৯
Select Bibliography ২০৪

> Science owes a great deal more to the Arab culture Ɀslam], It owes to its existence. —Robert Briffault
>
> *The Making of Humanity* 'George Allen and Unwin, 1928), p: 191.

লাইব্রেরি

স্কুল থেকে আমাদের একটা লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া হলো। বিশাল এক লাইব্রেরি। ম্যাডাম আমাদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দিলেন এবং বললেন— 'প্রত্যেকে এসে আমাকে বলবে, তোমাদের পাওয়া যুগে বিজ্ঞান পৃথিবীতে কেমন প্রভাব ফেলেছিল।'

আমি, সিনান ও তারিক এক গ্রুপে। ম্যাডাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তোমাদের জন্য কাজটা খানিকটা চ্যালেঞ্জের। কারণ, তোমরা পাচ্ছ মধ্যযুগ। অবশ্য কেউ কেউ একে অন্ধকার যুগও বলে থাকে।'

'বোরিং!' তারিকের দীর্ঘশ্বাস। আমি এমনিতেই বইপাগল। ভেবেছিলাম—এত বিশাল এক লাইব্রেরিতে এসে মজা হবে, আর ম্যাডাম কিনা ধরিয়ে দিলেন মধ্যযুগ!

দ্বিতীয় তলায় উঠলাম। লাইব্রেরিয়ানকে দেখতে পেলাম। অর্থাৎ, মনে হয় তিনিই লাইব্রেরিয়ান।

'অন্ধকার যুগে কী আর থাকবে!' অবশেষে সিনান মুখ খুলল। সে-ই লাইব্রেরিয়ান মশাইকে জিজ্ঞেস করল—'অন্ধকার যুগের বিজ্ঞানযাত্রার ব্যাপারে কোনো বইপত্র আছে?'

লাইব্রেরিয়ান দেখি আমাদের পাত্তাও দেন না। কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পর বললেন—'বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলতে কিছু নেই।' লাইব্রেরিয়ানের পাশেই একটি অসাধারণ যন্ত্রের ওপর চোখ গেল। একটু হাত বাড়াতেই লাইব্রেরিয়ান বাধা দিলেন—'আরে ধরো না, এটা অমূল্য।'

লাইব্রেরিয়ান আপন মনে তার কাজ সেরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তোমাদের মাথায় তো কিছু শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে। ১০০০টা বছর বিলকুল নষ্ট। এটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক কৃষ্ণ গহ্বর, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, কিছুটা।' সিনানের উত্তর।

'তোমরা ধরেই নিয়েছ, এই সময়টায় শুধু খুন-খারাবি হয়েছে। কিছুই আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু না, এমনটা ভাবলে চলবে না। যাও, নিজেদের কাজ করো গিয়ে।' লাইব্রেরিয়ানের শক্ত প্রতিক্রিয়া।

তারিক বলল—'আরে চল ফিরে যাই। সবাই জানে, গ্রিক আর রোমানরাই সবকিছু আবিষ্কার করেছে।'

'কী বললে?' পেছন থেকে লাইব্রেরিয়ানের ঝাঁজাল কণ্ঠ।

আবহাওয়া বেশ গরম হয়ে যাচ্ছে ভেবে তারিককে বলতে না দিয়ে আমি বললাম—'না মানে, এই আজকের জন্য ফিরে যাব ভাবছি।'

'শুধুই গ্রিক আর রোমান, তাই না?' লাইব্রেরিয়ান কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কী যেন। তারপর বললেন—'তোমাদের জন্য উপযুক্ত একটা বই আছে। এসো আমার সাথে।'

এ বলে তিনি হাঁটা দিলেন। আমরাও নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে চললাম তার পিছু পিছু। কিছুক্ষণ পর বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম—'যাচ্ছিটা কোথায়?'

তারিক বলল—'লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেই পারিস।'

পেছন থেকে সরল কণ্ঠে সিনান জিজ্ঞেস করল—'আমরা কই যাচ্ছি?'

লাইব্রেরিয়ান বললেন—'অন্ধকার থেকে আলোতে। এমন কিছু জিনিস আছে, যা তোমাদের জানা উচিত।'

একটি রুমে ঢুকলাম। আমাদের বসতে বলে তিনি একটি বই এনে আমাদের সামনে রাখলেন। বইটি বেশ মোটাসোটা। তারিক খোলার দায়িত্ব নিল। খোলার আগে নামটা দেখতে পারলাম না। ভেতরে দাড়িওয়ালা অনেক মানুষের ছবি। সিনান লাইব্রেরিয়ানের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। লাইব্রেরিয়ান বললেন— 'অন্ধকার যুগে স্বাগত অথবা যে নামে এই সময়টাকে চেনা উচিত—স্বর্ণযুগ!'

কেমিস্ট্রির বাপ

তারিকের পাশে আমরা দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে। সে-ও আমাদের দিকে না তাকিয়ে পড়েই যাচ্ছে। ওর হাতের বইটির নাম দেখতে পাচ্ছি এখন *1001 Inventions*। নিচের সাব টাইটেলটা পড়তে পারছি না। তারিককে ডাক দিতে চাইছিলাম, কিন্তু সিনান নিষেধ করল। তার মতে, গভীর মনোযোগ সহকারে কেউ কিছু পড়তে থাকলে তাকে ডিস্টার্ব করা উচিত না।

হঠাৎ তারিক মুরগিওয়ালার মতো চিল্লিয়ে উঠল—'কেমিস্ট্রির বাপ!'

আমরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'মানে?'

তারিক বলল—'রবার্ট বয়েল, জন ডাল্টনের নাম তো শুনেছিস। কিন্তু কেমিস্ট্রির জনক জাবির ইবনে হাইয়ানকে চিনিস? একাধারে কেমিস্ট, অ্যালকেমিস্ট, অ্যাস্ট্রনমার, অ্যাস্ট্রলজার, ইঞ্জিনিয়ার, জিওগ্রাফার, ফিলোসফার, ফার্মাসিস্ট, ফিজিসিস্ট আর ফিজিশিয়ান। একেবারে একের ভেতরে ১০!'

সিনান অবাক না হয়ে উত্তর দিলো—'থাক। তোকে বলতে হবে না। জাবির ইবনে হাইয়ান ভালোই বিখ্যাত। বিভিন্ন জায়গায় তার নাম দেখা যায়। *Paulo Coelho* তার ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার। *The Alchemist*-এ জাবির ইবনে হাইয়ানের ল্যাটিনাইজড রূপ গেবার ব্যবহার করা হয়েছে।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'তুইও তো মনে হয় চিনিস, না?'

'হ্যা চিনি। "১০০ বিজ্ঞানীর জীবনী" টাইপের বইগুলোতে তার নাম থাকে।'

এ সময় লাইব্রেরিয়ান আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—'তোমাদের এখানে আসার আগে ধারণা ছিল গ্রিক ও রোমানরা সব করেছে, এরপর বিজ্ঞান উন্নত হয়েছে ইউরোপে; রোমান আর ইউরোপের মাঝে কিছু নেই। এখন আশা করি তোমাদের মস্তিষ্ক কিছুটা আলোকিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারেই আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলাম।

মূলত ইতিহাসবিদরা সব সময় চেয়েছে নন-ইউরোপিয়ান বিজ্ঞানীদের দারুণ দারুণ সব ইতিহাসগুলো গোপন রাখতে। জর্জ সারটনকে চেনো? বিজ্ঞানের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদদের একজন। অনেকে তাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের জনকও বলে। সাবজেক্ট হিসেবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয় তার সময়েই—প্রায় ১০০ বছর আগে। তিনি বলেছেন—"ইতিহাসবিদরা মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ব্যাপারে আমাদের একদম মিথ্যা ধারণা দিয়েছেন।" এর মূল কারণ কি, জানো? খুব দুর্বল সূত্রের ওপর জোর দেওয়া আর পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার অন্ধ অনুকরণ। শিল্প ছাড়া মধ্যযুগের বাকি সব দিককে ইতিহাসবিশারদরা অন্ধকার হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু মূল অন্ধকার তো ওই যুগের আলোর ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা!'[১]

ইউরোসেন্ট্রিক ইতিহাসবিদরা কারও প্রতি ঋণই স্বীকার করতে চায় না। তা তো চায়ই না, এমনকী অন্যান্য জাতিগুলো যে নিজেদের মধ্যে সেরা সেরা কাজ করেছে, সেটা পর্যন্ত লুকায়। তারা দেখাতে চায়, শুধু ইউরোপিয়ানরাই সব করেছে; বাকি সব জিরো। উদাহরণস্বরূপ, জিম্বাবুয়ের চমৎকার আর্কিটেকচারকে নন-আফ্রিকান আর্কিটেকচার প্রমাণ করার জন্য বর্ণবাদী উপনিবেশরা অনেক চেষ্টা করে।'[২]

সফল উড়ন্ত পাখিমানব

প্রথম পিরিয়ড শেষ। টিচারের কোনো খবর নেই। আজ নাকি কোনো এক বছরের এসএসসি ব্যাচের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। প্রথম পিরিয়ডে শুধু হাজিরা নিয়ে ম্যাডাম চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন চুপচাপ থাকতে, যেন টু শব্দটিও না করি। এবারের পুনর্মিলনে নাকি অনেক খরচা করা হয়েছে। শোনা যায়, এই ব্যাচের ভাই-বোনরা ছিল আমাদের স্কুলের ইতিহাসে সবচেয়ে সার্থক ব্যাচ। একাধিক পপুলার সিঙ্গার, ডান্সার আনা হয়েছে। তার মধ্যে মিনার নামক একজন নাকি আমাদের স্কুল সংলগ্ন কলেজের শিক্ষার্থী। আর এসব জেনেছি রনি থেকে, ভালোই অপ্রয়োজনীয় তথ্য রাখে ছেলেটি।

ভালোই হয়েছে! আজ আব্বাস ইবনে ফিরনাসকে নিয়ে কথা হবে।

ক্লাসের পেছনের দিকের কোনায় বিপথগামী পোলাপানদের আড্ডা। আমাদের মুসলিম গ্যাং সামনের দিকের কোনায়। আজ জমবে, ইনশাআল্লাহ।

সিনান শুরু করল—'মুয়াজ্জিন যেখানে আজান দেয়, সেখানে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তখন তো আবার উঁচু মিনার থেকে আজান দিত। এই দাঁড়িয়ে থাকা লোকের উদ্দেশ্য যে আজান দেওয়া না—তা অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে। নিচে সবাই চিল্লাচ্ছে—"তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে তোর পাগলামি শেষ কর!" "আরে লাফা!" অবশ্য, বুড়ো একটা লোককে এভাবে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে জীবন নিয়ে হতাশ, আত্মহত্যার চেষ্টাকারী মনে করাটা ভুল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবার এক অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে—কী হতে যাচ্ছে এই ডানপিটে বুড়োর। তিনি...'

'আব্বাস ইবনে ফিরনাস!' চিল্লিয়ে উঠলাম আমি।

'না, তিনি Armen Firman.'

'এটা কে আবার?'

‘বলছি, আগে কাহিনি শেষ করতে দে। এবার আরমান ফিরমান লাফ দিলেন। শেষের দিকে একটু ভয় পেয়েছিলেন যদিও, কিন্তু একজন স্টান্টম্যানের কখনো পিছু হটা সাজে না। আস্তে আস্তে তিনি নিচে পড়ে গেলেন। উড়তে না পারলেও সাহস তো দেখিয়েছেন। বাজির টাকাটা পেয়ে যাবেন।’

‘বাজি?’

‘হ্যাঁ, তিনি বিজ্ঞানের জন্য কিছু করেননি। তবে দর্শকদের ভেতর থেকে দুটি চোখ তাকে দেখছিল। ৪৭ বছর বয়সি এক ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ আব্বাস ইবনে ফিরনাস। তাকে স্পেনে আনা হয়েছিলে মূলত গান শেখানোর জন্য। প্রথম প্রথম সে গ্লাস বানাত। অসাধারণ সব গ্লাস। কৃত্রিম ক্রিস্টাল তৈরির পদ্ধতি তারই আবিষ্কার। এভাবেই বানিয়েছিল চোখ ধাঁধানো একটি বিজ্ঞানঘর। অবশেষে চিন্তা করলেন অ্যারোনটিক্সে ঢোকার।’

‘আর... আব্বাস ইবনে ফিরনাসের আবিষ্কারগুলো নিয়ে কিছু বলবি না?’

‘বলছি, আগে কাহিনিটা তো শেষ করতে দে! গভীর দৃষ্টিতে পাখিদের উড়া পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। কয়েকবার মরুভূমিতে চেষ্টা চালালেন। অবশেষে ৭০ বছর বয়সে সিদ্ধান্ত নিলেন, একটি পাবলিক শো হওয়া দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ।’

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ এই বলে সিনান পারলে নিজেই লাফ দিয়ে দেয়! আমরা ধরাধরি করে থামানোর পর আবার বলতে শুরু করল—‘নিজ চোখে সবাই ইতিহাস সৃষ্টি হতে দেখল। ১০ মিনিট ধরে আকাশে উড়লেন তিনি। চিন্তা করতে পারিস? যদি ওখানে থাকতাম তখন! পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম প্যারাশুট ফ্লাইট।[১] জান্নাতে যদি যেতে পারি রে ভাই, টাইম-ট্রাভেল করে ওই সময় চলে যাব!’[২]

‘চরম কাহিনি রে, চরম!’

‘তো এই কাহিনিটি, সম্ভবত মিথ্যা।’

‘কি!’

বানু মুসা—থ্রিলিং থ্রি

তারিক আজ কোচিং সেন্টারে আসেনি। গণিত খাতা দেওয়া হবে বলেই আসেনি, বোঝা যাচ্ছে।

ক্লাস শেষ। সিনান আর আমি তারিকের বাসার দিকে যাচ্ছি। রাস্তায় রনির সঙ্গে দেখা হলো। তাকে বললাম—'রনি! কংগ্র্যাটস। তুই গণিতে তারিকের চেয়ে দুই নম্বর বেশি পেয়েছিস।'

'কী বলিস! পরীক্ষা এত বাজে হয়েছিল, মনে তো করেছিলাম ফেল করব। তারপরও তারিকের চেয়েও দুই নাম্বার বেশি পেয়ে গেলাম! তা কত পেয়েছি আমি?'

'দুই।'

সিনান আর আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম।

তারিকের বাসার দিকে যাচ্ছি আর তার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রথম দিনের কথা মনে পড়ছে। সময়টা ছিল নবম শ্রেণির প্রথম দিকে। উচ্চতর গণিতের কিচ্ছু পারতাম না। আর নাউজুবিল্লাহ... স্যরি, নজিবুল্লাহ স্যার বাড়ির কাজ দিয়েছিলেন! সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। সিনান পর্যন্ত দেখি ভয়ে লাফাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সে বাড়ির কাজ করেছে, কিন্তু খাতা হারিয়ে ফেলেছে। পেছনের দিকে গিয়ে দেখলাম, তারিক সিনানের হারানো খাতা দেখে দেখে বাড়ির কাজ করছে! সিনানকে না বলে আমিও বসে গেলাম তারিকের সাথে। ও বারবার 'Q'-এর মতো একটি চিহ্ন দিচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'এটা কী?'

ও বলল—'থিটা।'

'মানে?'

'আরে, এই যে একটা চ্যাপটা গোল এঁকে তার পেট কেটে দিলে থিটা হয়ে যায়!'

তারিকের বাসার সামনে চলে এলাম। নক করলাম। আন্টি দরজা খুললেন।

‘আসসালামু আলাইকুম, আন্টি!’

‘ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছ তোমরা?’

‘আলহামদুলিল্লাহ! আপনি ভালো আছেন?’

‘এই তো ভালো। ভেতরে এসো, তারিক ওর রুমেই আছে।’

তারিক ল্যাপটপের সামনে বসে আছে। আমাদের দেখে রুমের বাইরে গেল।

সিনান আর আমি বসে আছি। তারিক এতক্ষণ কী করছিল ল্যাপটপে—তা দেখার ইচ্ছা হলো।

‘সিনান, তারিক মুসলিম বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে পড়ে উলটিয়ে ফেলছে!’

‘কী বলিস!’

‘হ্যাঁ, এই দেখ। কয়েকটা পিডিএফ খোলা। নোট নিয়ে পড়ছে দেখি... এই ব্যাটা এটা দেখে যা! চরম নোট নিয়েছে তো!’

‘পড়ে শোনা।’

‘ইতিহাসবিদ এসপি স্কট দ্বারা বর্ণিত—“অষ্টম শতকে ইউরোপের একজন সাধারণ মানুষের বাসস্থান : বসবাসের অনুপযোগী একটি কুঁড়েঘরে—যা পাথর ও অকর্তিত কাঠ দিয়ে নির্মিত, শুষ্ক খরকুটো দ্বারা ছাওয়া, দূর্বা দ্বারা তৈরি মেঝে, সাথে মাথার ওপর (ছাদে) সর্বদা একটা গর্তের সুবিধা—যা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায়। তাদের (ইউরোপিয়ানদের) দেয়াল ও ছাদ কালি ও গ্রিজ দিয়ে সর্বদা মাখানো থাকত।” স্কট সাহেব আরও বলেন—“জংলিদের থেকে এদের শুধু একটুখানি পার্থক্য ছিল।”[১]

মরিস লম্বার্ড বলেন—“ইসলাম পশ্চিমকে তার জংলিমার্কা কালোরাত্রি হতে টেনে বের করে আনে।”’[২]

ধাক্কা খেয়ে খাটে গিয়ে বসলাম। তারিক এত ইনফরমেটিভ রিসোর্স পায় কই! সিনানের মুখে কেবল মুচকি হাসি দেখা গেল।

বন্দি বিজ্ঞানী

লুঙ্গির মধ্যে শার্ট ইন করিয়া বাহির হইলাম। গ্রীষ্মের কালে এত কুয়াশা কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পর বুঝিলাম, কুয়াশা নহে; বরং ইহা তো কালো ধোঁয়া!

অগ্রসর হইতে থাকিলাম। পরিচিত পথ কেন যেন অচেনা লাগিতেছে। সম্মুখে দেখিতে পাইলাম একটি উদ্যান। কিন্তু এইখানে উদ্যান কোথা হইতে আসিল, তাহা মাথায় খেলিল না। দুই দিন আগেও তো এইখানে বিরাট অট্টালিকা ছিল!

উদ্যানে কেহ নাই, তবে একজন সুদর্শন বুড়োকে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে দেখিয়া কৌতূহলের সৃষ্টি হইল। কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনো সাহায্য করিতে পারি কি না। তিনি আমার দিকে চক্ষু নিক্ষেপ করিলেন, কয়েক মুহূর্ত পর সরাইয়া লইলেন।

দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, মিনিট পাঁচেক হইবে। কোনো সাড়া-শব্দ নাই। আমি তার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তিনি কোনো গুরুত্বই দিলেন না!

অবশেষে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন—'তোমার ধৈর্য দেখিয়া আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি নিশ্চয়ই কিছু জ্ঞান পাইবার উদ্দেশ্যে এত সময় ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছ, তাহা নয় কি?'

তাহার এমন বাণী শুনিব—তাহা আশা করি নাই। তবুও ভাব করিবার উদ্দেশ্য লইয়া হ্যাঁ বোধক মস্তক নাড়াইলাম।

তিনি বলিলেন—'আমি একজন আলোকবিজ্ঞানী।'

হুম। তাহার চক্ষুর দীপ্তি দেখিয়া মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিল। কিন্তু মস্তিষ্ক দিয়া ভাবিয়া বুঝিলাম, বুড়োর তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

বুড়ো বিশাল এক কাহিনি আরম্ভ করিল—'সর্বোচ্চ সম্মাননা লইয়া আমি আমার সিভিল সার্ভিসের পড়ালেখা খতম করি। কয়েক দিনের অভ্যন্তরেই আমাকে বসরার চিফ মিনিস্টার বানানো হইল। ইহা ছিল এমন এক চাকুরি, যাহা সকলেই খুঁজিয়া বেড়াইত।'

ও বদ্দা! চাটগার তুন হড়ে বসরাৎ গিয়ে গুই। জাইগা ইভা হড়ে!

'কয়েক দিন কাটিল, তারপর বিজ্ঞানের জন্য আমি আমার উঁচুমানের পদটি ছাড়িয়া দিলাম।'

কী গণ্ডমূর্খ এই বুড়ো!

'বিজ্ঞান নিয়া কাজ করিতে থাকিলাম। ক্রমেই আমি চারিদিকে খ্যাত হইয়া উঠিলাম। আরও কয়েক দিন পর সমগ্র পৃথিবীতেই এক পরিচিত নাম হইয়া গেলাম।'

কী অবুঝ আমি!

'আমার কথা অবশেষে এক পাগলার কানে গিয়া পৌঁছাইল।[১] কায়রোর ইসমাইলি ফাতিমি খলিফা; আল হাকিম। সে অবশ্য আব্বাসি খিলাফতের বেশিরভাগের ওপরই শাসন চালাইত। সে চাহিত, যেন সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ তাহার শহরে আসে। সে আরও চাহিত পুরো বিশ্ব জয় করিতে এবং কায়রোকে তাহার শ্রেষ্ঠ শহর বানাইতে।

এসব অবশ্যই ভালো, কিন্তু এই আল হাকিমের মাথায় সমস্যা ছিল। সে ইতিহাসে "পাগলা খলিফা" বলিয়া খ্যাত। ইহুদি আর খ্রিষ্টানদের অনেক সমস্যা হয় এই পাগলার জন্য। সে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের অনেক উপাসনালয় ধ্বংস করে। তালিকায় জেরুজালেমের পবিত্র সেপালকারও Holy Sepulchre in Jerusalem রহিয়াছে, যাহার ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে—এইখানে যীশুখ্রিষ্টকে শূলে চরানো হইয়াছিল, আর এইখানেই তিনি পুনর্জীবিত হইবেন। উমর ﵁ চার্চ রক্ষার ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু আল হাকিম তাহা উড়াইয়া দিলো। খ্রিষ্টান আর ইহুদিরাই তাহার একমাত্র শিকার ছিল না অবশ্য; মুসলিমরাও তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাকেন নাই। সুন্নিদের ওপর সে নানা রকম নিষেধাজ্ঞা ও বাধ্যবাধকতা চাপাইয়া দেয়। জেরুজালেমে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সুন্নিদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। শুধু শুধু তাহার মতো পাগলাদের কারণে ইসলামের নাম খারাপ হয়।[২]